অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টেকসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহতভাবে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ বিগত দশ বছর ধরে গড়ে ৬.৬ শতাংশ করে এবং সর্বশেষ চার বছর ধরে একাদিক্রমে ৭ শতাংশের উপরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি, নিম্ন সরকারী ঋণ এবং বহিস্থ অভিঘাতের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার রেকর্ড ৮.১৫ শতাংশ অর্জিত হলেও কোভিড-১৯ এর অতিমারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩.৫১ শতাংশ। তবে, বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪ শতাংশ অর্জিত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রভাবে রপ্তানি ও আমদানি হ্রাস পেলেও সরকারের প্রনোদনার ফলে প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। চলতি হিসাবের ঘাটতি হ্রাস পাওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড হয়েছে। মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৪ শতাংশ যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৫.৭ শতাংশ। কোভিড-১৯-এর কারণে রাজস্ব আদায়ে শ্লথ গতি থাকায় বাজেট ঘাটতির পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে যা জিডিপি'র পাঁচ শতাংশের সামান্য উপরে রয়েছে। পাশাপাশি, সুদের হারের ব্যবধান পাঁচ শতাংশের মধ্যে সীমিত আছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি

- কোভিড-১৯-এর কারণে বাংলাদেশের উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা ব্যাহত হয়েছে। গত এক দশকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬.৬ শতাংশ এবং বিগত চার বছরে এই হার ৭ শতাংশের উপরে ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৮.১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। কোভিড-১৯ এর অতিমারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩.৫১ শতাংশ। তবে, বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪ শতাংশ অর্জিত হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

বছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	৫.৭৪
২০০৯-১০	৬.০৭
২০১০-১১	৬.৪৬
২০১১-১২	৬.৫২
২০১২-১৩	৬.০১
২০১৩-১৪	৬.০৬
২০১৪-১৫	৬.৫৫
২০১৫-১৬	৭.১১
২০১৬-১৭	৭.২৮
২০১৭-১৮	৭.৮৬
২০১৮-১৯	৮.১৫
২০১৯-২০	৩.৫১
২০২০-২১সা:	৫.৪

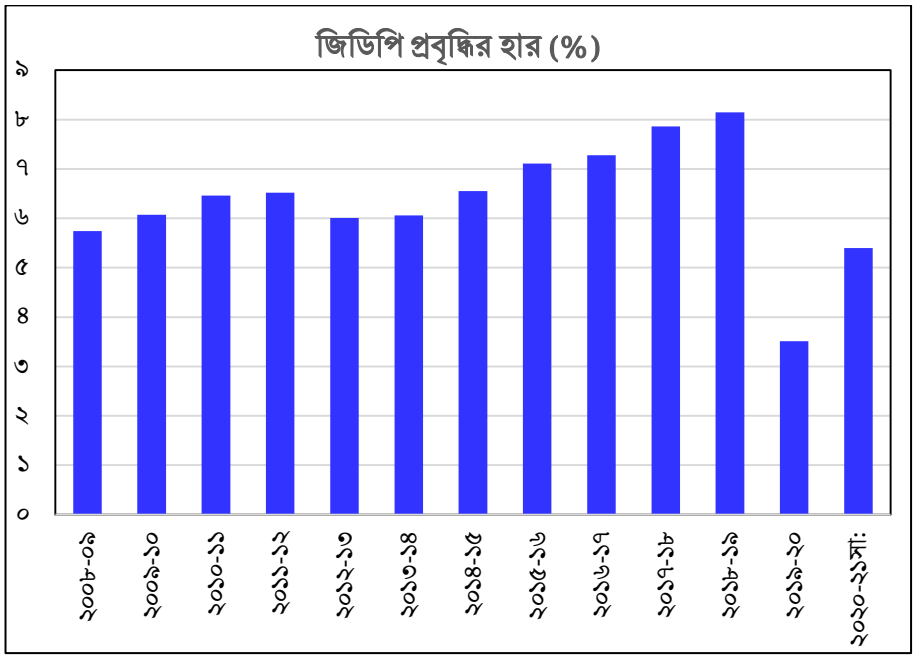

মাথাপিছু জাতীয় আয়

- বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০০৮-০৯ সালে যেখানে ছিল ৭৫৯ মার্কিন ডলার তা প্রায় ২.৬৬ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২০২৪ মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী সমাপ্ত ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২২২৭ মার্কিন ডলার হবে।

বছর	মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা: ড:)
২০০৮-০৯	৭৫৯
২০০৯-১০	৮৪৩
২০১০-১১	৯২৮
২০১১-১২	৯৫৫
২০১২-১৩	১০৫৪
২০১৩-১৪	১১৮৪
২০১৪-১৫	১৩১৬
২০১৫-১৬	১৪৬৫
২০১৬-১৭	১৬১০
২০১৭-১৮	১৭৫১
২০১৮-১৯	১৯০৯
২০১৯-২০	২০২৪
২০২০-২১সা:	২২২৭

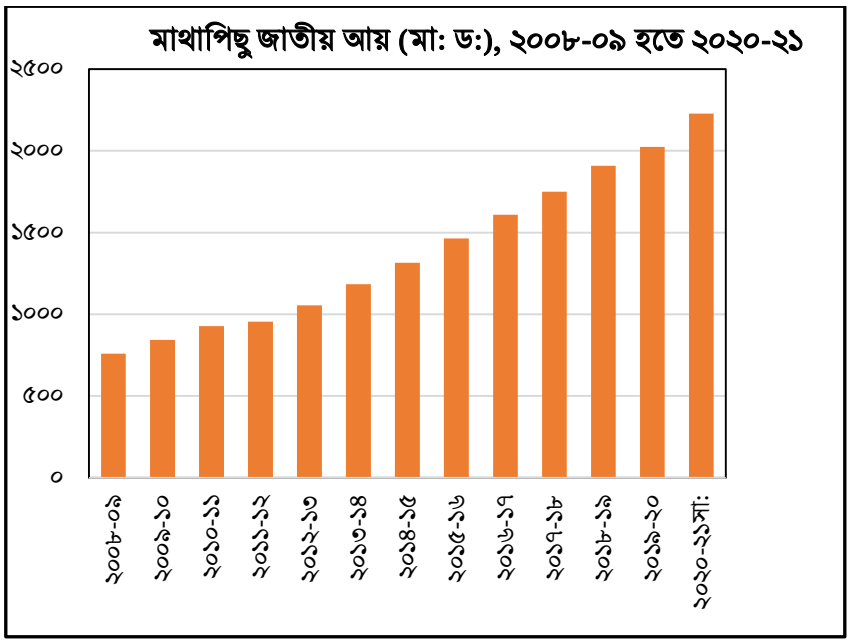

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; সা:=সাময়িক।

মূল্যস্ফীতি

- বর্তমানে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থা বিদ্যমান ছিল। ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.৯ শতাংশ। পরবর্তী বছরগুলোতে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ৬ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে, ২০২০-২১ অর্থবছরে তা আবার অনেকটা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫.৪ শতাংশ।

বছর	মূল্যস্ফীতি (%)
২০০৮-০৯	৭.৬
২০০৯-১০	৬.৮
২০১০-১১	১০.৯
২০১১-১২	৮.৭
২০১২-১৩	৬.৮
২০১৩-১৪	৭.৪
২০১৪-১৫	৬.৪
২০১৫-১৬	৫.৯
২০১৬-১৭	৫.৪
২০১৭-১৮	৫.৮
২০১৮-১৯	৫.৫
২০১৯-২০	৫.৭
২০২০-২১	৫.৪

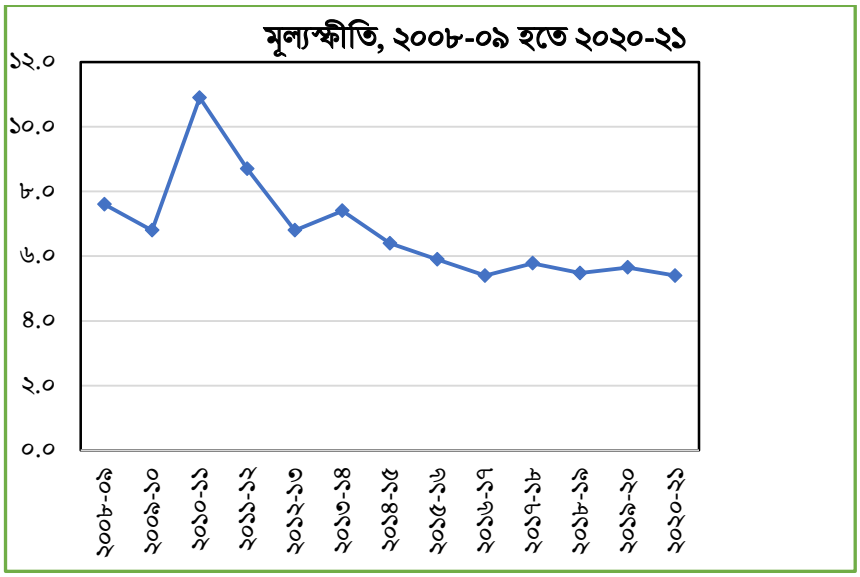

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

রাজস্ব আয়

- সময়ের সাথে মোট রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেলেও জিডিপি'র তুলনায় উক্ত বৃদ্ধির হার কম। মোট রাজস্ব আয় বিগত দশ বছর সময়ে প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২,৬৫,৮০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৭ শতাংশ)। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩,৫১,৫৩২ কোটি টাকা

(জিডিপি'র ১১.৭ শতাংশ) এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,৮৯,০০১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৬ শতাংশ)।

বছর	মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	৬৪৫৭০	৯.২
২০০৯-১০	৭৫৯১০	৯.৫
২০১০-১১	৯২৯৯০	১০.২
২০১১-১২	১১৪৬৮০	১০.৯
২০১২-১৩	১২৮২৬০	১০.৭
২০১৩-১৪	১৪০২৩৯	১০.৪
২০১৪-১৫	১৪৫৯৬৬	৯.৬
২০১৫-১৬	১৭২৯৫০	১০.০
২০১৬-১৭	২০১২১০	১০.২
২০১৭-১৮	২১৬৫৫৫	৯.৬
২০১৮-১৯	২৫১৮৮৪	৯.৯
২০১৯-২০	২৬৫৮০০	৯.৭
২০২০-২১ স.বা:	৩৫১৫৩২	১১.৭
২০২১-২২ বা:	৩৮৯০০১	১১.৬

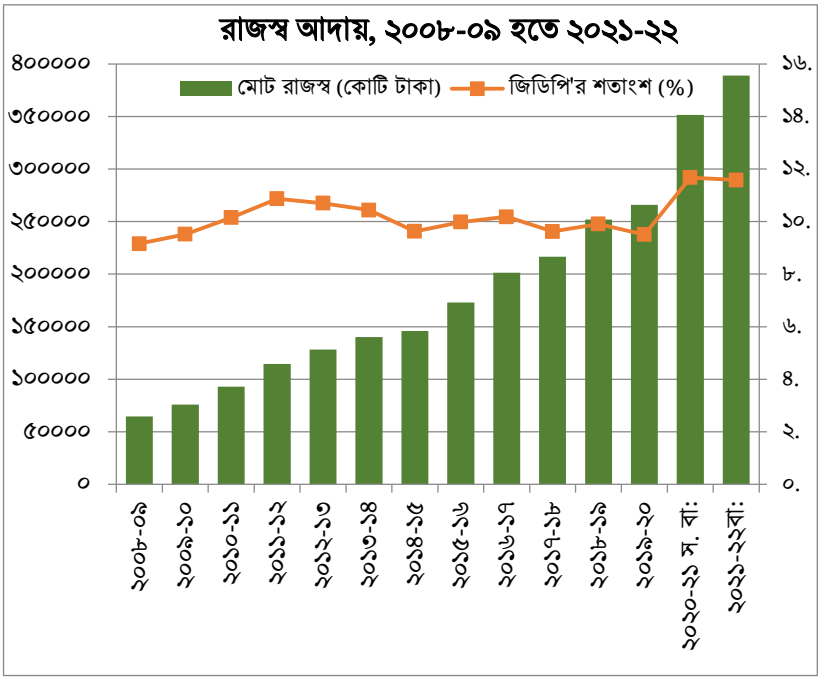

উৎস: অর্থ বিভাগ; স:বা:=সংশোধিত বাজেট;
বা:=বাজেট

সরকারি ব্যয়

- মোট সরকারি ব্যয় ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেলেও তা জিডিপি'র শতাংশ হারে কম বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট সরকারি ব্যয় বিগত দশ বছর সময়ে প্রায় ৪.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৪,১৫,৫৬০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ)। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫,৩৮,৯৮২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.৯ শতাংশ) এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.০ শতাংশ)।

বছর	মোট সরকারি ব্যয় (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	৮৮০৬৪	১২.৫
২০০৯-১০	১০১৬০৮	১২.৭
২০১০-১১	১২৮২৬৮	১৪.০
২০১১-১২	১৫২৪২৮	১৪.৪
২০১২-১৩	১৭৫৬৪২	১৪.৬
২০১৩-১৪	১৮৭৮১৫	১৪.০
২০১৪-১৫	২০৮৮৭৪	১৩.৮
২০১৫-১৬	২৪০৮০৭	১৩.৯
২০১৬-১৭	২৭৭২৩৬	১৪.০
২০১৭-১৮	৩২১৮৬২	১৪.৩
২০১৮-১৯	৩৯১৭৪৭	১৫.৪
২০১৯-২০	৪,১৫,৫৬০	১৫.২
২০২০-২১স:বা	৫,৩৮,৯৮২	১৭.৯
২০২১-২২বা:	৬,০৩,৬৮১	১৮.০

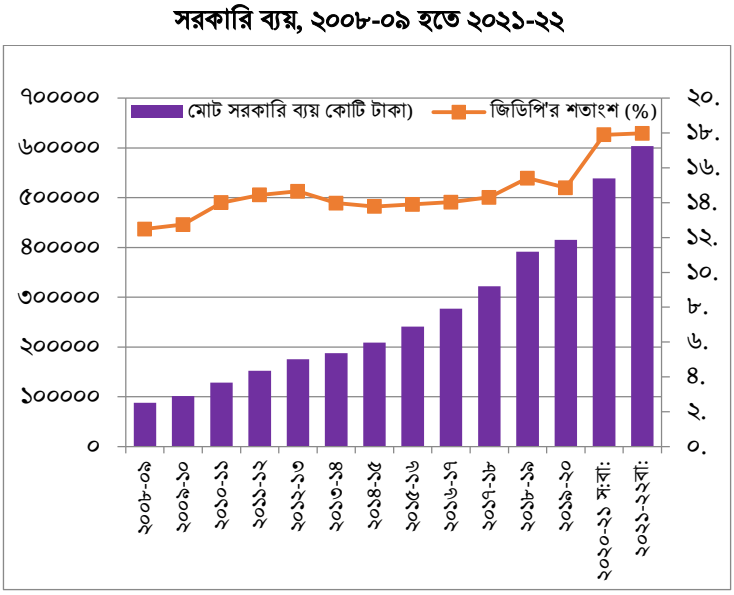

উৎস: অর্থ বিভাগ; স:বা:=সংশোধিত বাজেট;
বা:=বাজেট

বাজেট ঘাটতি

- বাজেটের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজেট ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাম্প্রতিক বছরে তা উক্ত সীমা অতিক্রম করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ ছিল এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৬.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বছর	বাজেট ঘাটতি (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	২৩৩০৯	৩.৩
২০০৯-১০	২৩৯৬৪	৩.০
২০১০-১১	৩৪১৮২	৩.৭
২০১১-১২	৩৩৮৩৭	৩.২
২০১২-১৩	৫৫৯২২	৪.৭
২০১৩-১৪	৪৭৯৬৮	৩.৬
২০১৪-১৫	৬২২৩৪	৪.১
২০১৫-১৬	৬৭৮২০	৩.৯
২০১৬-১৭	৮০৬২৯	৪.১
২০১৭-১৮	১০৫৩০৫	৪.৭
২০১৮-১৯	১৩৯৮৬৩	৫.৫
২০১৯-২০	১৪৯৮৬০	৫.৫
২০২০-২১	১৮৭৪৫০	৬.২

উৎস: অর্থ বিভাগ।

বাজেট ঘাটতি, ২০০৮-০৯ হতে ২০২০-২১

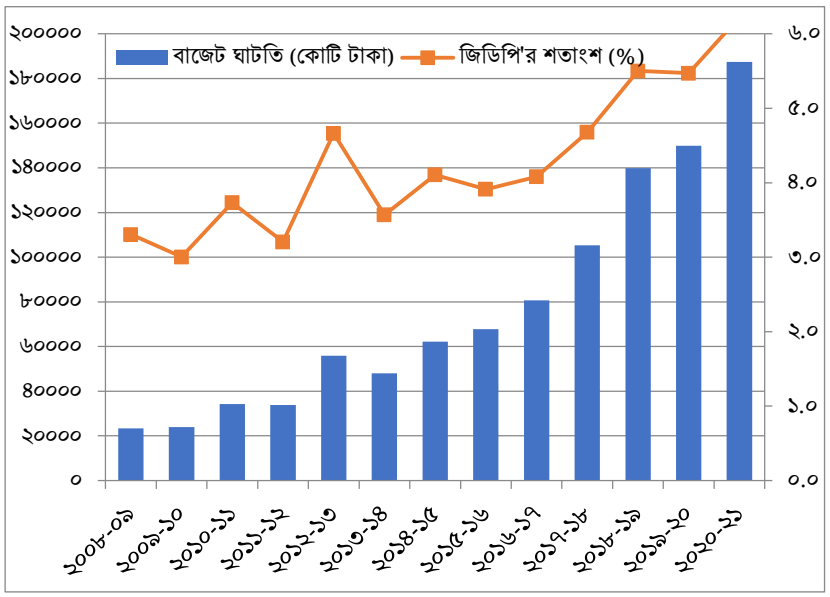

রপ্তানি

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেলেও বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি সংকুচিত হয়েছে ১৬.৯৩ শতাংশ। তবে সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৫.১০ শতাংশ। রপ্তানির এই ধনাত্বক প্রবৃদ্ধি সংকেত বহন করে যে, রপ্তানি বাজার কোভিড-১৯ অতিমারি অতিক্রম করে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

বছর	রপ্তানি (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	১৫.৬	১০.৬
২০০৯-১০	১৬.২	৩.৮
২০১০-১১	২২.৯	৪১.৪
২০১১-১২	২৪.৩	৬.১
২০১২-১৩	২৭	১১.১
২০১৩-১৪	৩০.২	১১.৯
২০১৪-১৫	৩১.২	৩.৩
২০১৫-১৬	৩৪.৩	৯.৯
২০১৬-১৭	৩৪.৮	১.৫
২০১৭-১৮	৩৬.৭	৫.৫
২০১৮-১৯	৪০.৫	১০.৫
২০১৯-২০	৩৩.৭	-১৬.৯
২০২০-২১সা:	৩৮.৭৫	১৫.১০

রপ্তানি আয়, ২০০৮-০৯ হতে ২০২০-২১

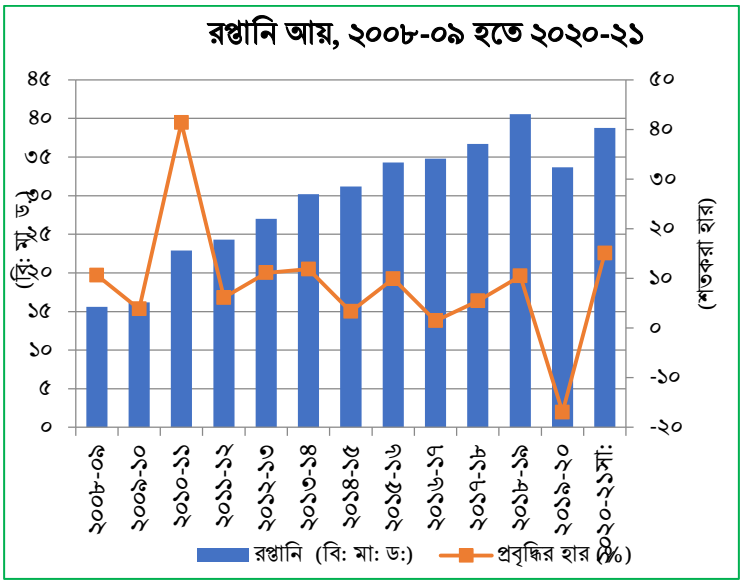

উৎস: বাংলাদেশ ব্যংক; সা:=সাময়িক

আমদানি

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমদানি ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেলেও মূলত: কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা কিছুটা শ্লথ হয়েছে। বিগত এক দশকে আমদানি ব্যয় প্রায় ২.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৫৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ২৫.৩ শতাংশ হলেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে -৮.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংকেরে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরেআমদানি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.৭৩ শতাংশ ।

বছর	আমদানি (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	২২.৫	৪.২
২০০৯-১০	২৩.৭	৫.৩
২০১০-১১	৩৩.৭	৪২.২
২০১১-১২	৩৫.৫	৫.৩
২০১২-১৩	৩৪.১	-৩.৯
২০১৩-১৪	৩৯.৩	১৫.২
২০১৪-১৫	৪০.৭	৩.৬
২০১৫-১৬	৪২.৯	৫.৪
২০১৬-১৭	৪৭.০	৯.৬
২০১৭-১৮	৫৮.৯	২৫.৩
২০১৮-১৯	৫৯.৯	১.৮
২০১৯-২০	৫৪.৮	-৮.৬
২০২০-২১সা:	৬৫.৫৯	১৯.৭৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যংক; সা:=সাময়িক।

আমদানি ব্যয়, ২০০৮-০৯ হতে ২০২০-২১

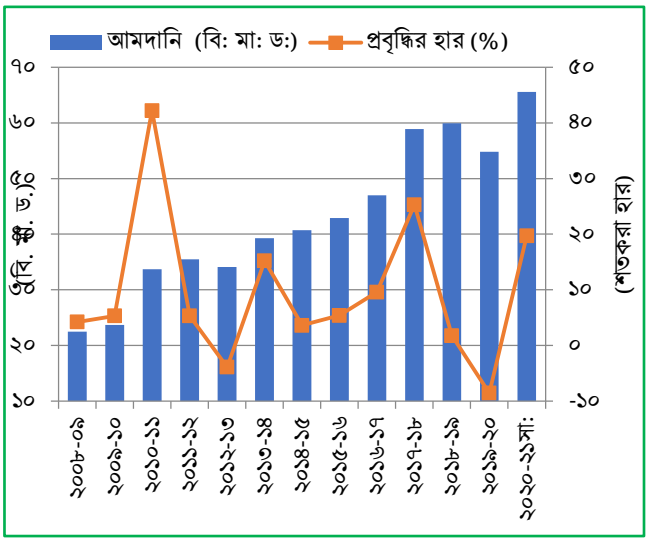

রেমিট্যান্স প্রবাহ

- বিগত এক দশকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক উঠানামা লক্ষ্য করা গেছে। তবে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা এবং রেমিটেন্স প্রেরণ পদ্ধতি সহজীকরণের ফলে বর্তমানে রেমিট্যান্স প্রবাহের ক্ষেত্রে উর্ধমূখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোভিড-১৯-এর প্রভাব সত্ত্বেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং যা প্রবৃদ্ধির হিসেবে ১০.৯ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স অর্জিত হয়েছে ২৪.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা শতকরা হিসেবে ৩৬.১০ শতাংশ এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি।

বছর	প্রবাস আয় (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	৯.৭০	২২.৮
২০০৯-১০	১১.০	১৩.৪
২০১০-১১	১১.৭	৬.৪
২০১১-১২	১২.৮	৯.৪
২০১২-১৩	১৪.৫	১৩.৩
২০১৩-১৪	১৪.২	-২.১
২০১৪-১৫	১৫.৩	৭.৭
২০১৫-১৬	১৪.৯	-২.৬
২০১৬-১৭	১২.৮	-১৪.১
২০১৭-১৮	১৫.০	১৭.২
২০১৮-১৯	১৬.৪	৯.৬
২০১৯-২০	১৮.২	১০.৯
২০২০-২০২১সা:	২৪.৭৭	৩৬.১০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যংক; সা:=সাময়িক।

প্রবাস আয়, ২০০৮-০৯ হতে ২০২০-২১

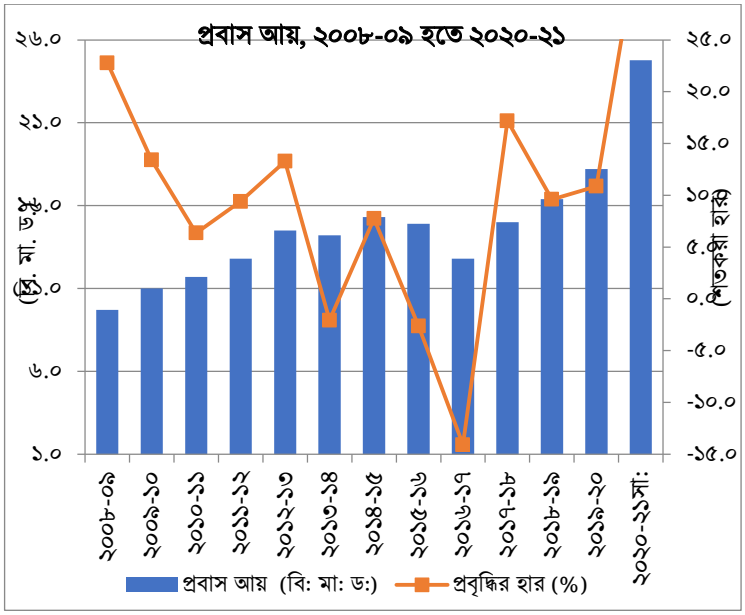

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

- বিগত বছরগুলোতে চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে; যদিও এই ঘাটতি ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত ছিল ৪,২৬২ মি: মা: ডলার এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চলতি হিসাব ভারসাম্যের ঘাটতি দাঁড়ায় ৯,৭৮০ মি: মা: ডলার। পরবর্তী বছরগুলোতে এই ঘাটতি কমেছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই ঘাটতি আরো হ্রাস পেয়ে ৪,৭২৪ মি: মা: ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই ঘাটতি আরো হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩,৮০৮ মি: মা: ডলার।

বছর	চলতি হিসাবের ভারসাম্য (মি: মা: ড:)
২০০৮-০৯	২৪১৬
২০০৯-১০	৩৭২৪
২০১০-১১	-১৬৮৬
২০১১-১২	-৪৪৭
২০১২-১৩	২৩৮৮
২০১৩-১৪	১৪০৯
২০১৪-১৫	৩৪৯২
২০১৫-১৬	৪২৬২
২০১৬-১৭	-১৩৩১
২০১৭-১৮	-৯৭৮০
২০১৮-১৯	-৫২৫৪
২০১৯-২০	-৪৭২৪
২০২০-২১সা:	-৩৮০৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যংক;
সা:=সাময়িক।

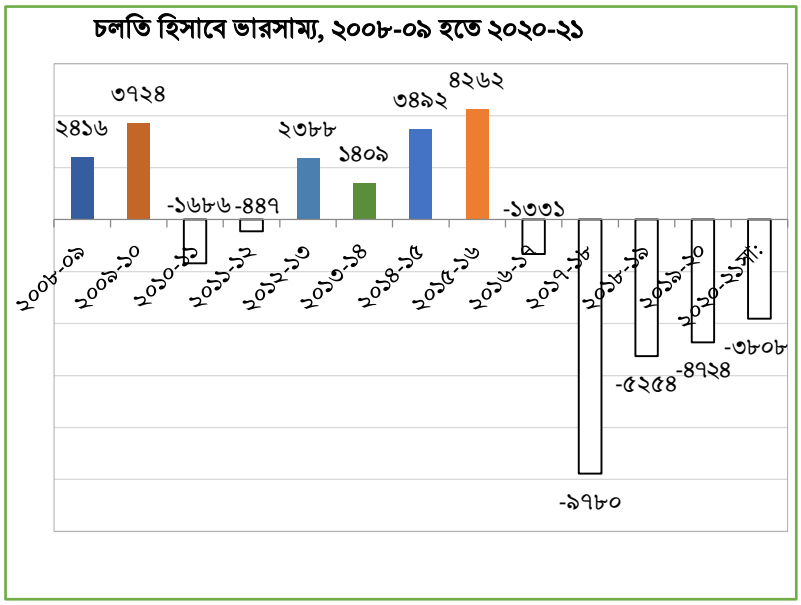

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলায় সহায়তা করেছে। ৩০শে জুন, ২০২০ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩৬.০ বিলিয়ন মাকিন ডলার। কিন্তু বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯-এর প্রভাবে রপ্তানি ও আমদানির ক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলেও রেকর্ড পরিমাণ প্রবাস আয় এবং একাধিক দাতা সংস্থার নিকট হতে বাজেট সাপোর্ট প্রাপ্তির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০শে জুন, ২০২১ তারিখে ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মাকিন ডলারে দাঁড়িয়েছে যা দিয়ে ৮.২৬ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে।

বছর	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
২০০৮-০৯	৭.৫
২০০৯-১০	১০.৭
২০১০-১১	১০.৯
২০১১-১২	১০.৪
২০১২-১৩	১৫.৩
২০১৩-১৪	২১.৫
২০১৪-১৫	২৫
২০১৫-১৬	৩০.২
২০১৬-১৭	৩৩.৪
২০১৭-১৮	৩২.৯
২০১৮-১৯	৩২.৭
২০১৯-২০	৩৬.০
২০২০-২১	৪৬.৩৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যংক